



কলকাতা, ১২ অগস্ট ২০২৫

একই এপিক নম্বরের দুই ভোটার, একজন বাংলাদেশি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: এপিক নম্বর একই, ব্যক্তির নাম একই, বাবার নাম একই, শুধুমাত্র ঠিকানা এবং ছবি আলাদা। এক ব্যক্তি বাড়ি গাইঘাটা এলাকায়, অন্য ব্যক্তির বাড়ি রাজারহাট এলাকায়। গাইঘাটা বিডিওর কাছে অভিযোগ দায়ের। জানা গিয়েছে, গাইঘাটা থানার সূচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঘরিয়ার বাসিন্দা পরিমল দাস ২০০৩ সালে ১৯ বছর বয়সে ভোটার হন। তারপর থেকে তিনি ভোট দিচ্ছিলেন সমস্ত নির্বাচনে। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়তেই খোঁজ নিয়ে গাইঘাটার পরিমলবাবু জানতে পারেন, তাঁর এপিক নম্বরে রাজারহাট নিউরাউনে ভোট রয়েছে। যেখানে পরিমলের নাম, বাবার নাম এবং এপিক নম্বর এক শুধুমাত্র ছবি এবং ঠিকানা পরিবর্তন হয়েছে। পরিমলের অনুমতি, এর পিছনে বড় কোনও চক্র কাছ করেছে। বিভিন্ন নেতাদের জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। তেওটার কার্ড ফিরে পেতে গাইঘাটার বিডিও-র কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন গাইঘাটার পরিমল দাস। অন্যদিকে, রাজারহাটের ঠিকানার স্থানীয় বাসিন্দারা পরিমল দাস নামে এক

স্বত্ব তাঁকুর বলেন, ‘তৃণমূলের আমলে সব কিছুই সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটির ওপরে ভুয়ো ভোটার আছে। প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে ভুয়ো ভোটার, মৃত ভোটার রেখে নির্বাচনে জেতার কৌশলের তৃণমূল কংগ্রেস পারদর্শী হয়ে গেছে। এটা পাহাড়ের চূড়ার শৈল মাত্র। এর নিচে গোটা পাহাড় রয়েছে।’ বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি নরোত্তম বিশ্বাস বলেন, ‘এটা দেখা তো কেন্দ্র এবং বিধানসভা কমিশনের কাজ। এই ধরনের কাজ যদি হয়ে থাকে, তাহলে কী কেন্দ্রীয় এজেন্ডি ঘুমাসছে? বিরোধীতে থাকতে গেলে শাসককে অনেক কিছু বলছে হয় তাই বলছেন।’ অন্যদিকে রাজারহাট থেকে ওধানাকার স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, পরিমল নামে যে ব্যক্তি রয়েছেন তিনি বেশ কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ থেকে আসেন। আগে এখানে কলকাতা, এখন তিনি অন্য কোথাও গিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে এসে এত সহজে কী করে লোকে ভোটার কার্ড পেয়ে যাচ্ছে? অন্যদিকে কিভাবে একই এপিক কার্ড নম্বর ব্যবহার করে দুই জায়গায় দুই ব্যক্তির ভোটার?

গাছেদের সঙ্গে রাখিবন্ধনে স্কুলপড়ুয়ারা

প্রতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: সোমবার সোনামুখী ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মননপুর জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতি বছরের মতো এবছরও রাধি বন্ধন উৎসব পালিত হল এক অভিনব উপায়ে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীরা পরস্পর পরস্পরের হাতে রাধি পরিয়ে দেয়। পড়ুয়াদের মধ্যে দিদি ও বোনেরা যাতে দাদা বা ভাইদের মঙ্গল কামনা করে এবং অপরপক্ষে ছাত্ররাও ছাত্রীদের নিজেদের দিদি বা বোন মনে করে তাদের সুবক্ষা ও নিরাপত্তার বার্তা দেয়। সঙ্গে চলে মিষ্টি মুখের পালাও। বর্তমানে আর্থসামাজিক অস্থিরতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে সৌভাভুত্ববোধ, মূল্যবোধের ঘটাতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে এই অনুষ্ঠানের জুড়ি মেলা ভার। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনন্দময় ঘোষ জানান, ‘শুধুমাত্র মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে তা নয়। জলে, স্থলে, অস্ত্রীকে প্রকৃতি মা দৃষণের ভারে ভারাক্রান্ত, জর্জরিত। বিদ্যালয় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিপুল সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এখানে পঠন-পাঠনের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মনুষ্য, বিবেক ও মূল্যবোধ তৈরি করার প্রয়াস চলে। ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যতে নাগরিক তাদের মধ্যে এসব বিষয়ে সচেতন করা হয়। আবার প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের ভীষণ নাকির টান রয়েছে। প্রকৃতিতে দৃষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সব্বলের বৃক্ষ লাগানো উচিত। গাছেদের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের নিবিড় সম্পর্ক রাখলে আজ বিদ্যালয়ে অভিনব ‘বৃক্ষ রাধি বন্ধন উৎসব’ পালিত হল। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীরাই নানা প্রজাতির শতাধিক গাছ লাগিয়েছে।’ যেমন আম, জাম, কাঁঠাল, কুম্ভচূড়া, রাখাচূড়া, বকুল, কদম, জুই ফুল, অশোক, সন্দো, হরিতকি, মছরা, তেজপাতা, দেবদারু, জামরুল আরও কত কী।



ছাত্রছাত্রীরাই এই গাছগুলির যথাযথযুক্ত পরিচর্যা করে। তাদের মধ্যে বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে, আরও নিবিড় করতে তাদের মধ্যে সত্যিকারের ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে উদ্যোগ করা হলো ‘বৃক্ষ রাধি, বন্ধন উৎসব’। বিদ্যালয়ের শিশু সংসদের সদস্য অত্র জ্যোতি মণ্ডল ও অনুন্ন বাউড়ি, অক্লিতা বীর, স্বরলিপি মণ্ডল, পাণ্ডিও মেটা জেন্সি। ‘গাছগুলি আমাদের নিত্যনিত্য পরিচর্যা করি। গাছগুলোর সঙ্গে আমাদের একটা আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। তাই গাছগুলিকে আজকের এই বিশেষ দিনে রাধি পরিয়ে মনে আনন্দ পেলাম।’ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক দিলীপ মণ্ডল, বাবুলাল মেটা জানান, ‘বৃক্ষ রাধি বন্ধন’ এ অভিনব উদ্যোগটির জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক অতনু ঘোষ ও রঞ্জন বিশ্বাস জানান, ‘ছাত্র-ছাত্রীদের মতো বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বৃক্ষ গুলি ও আমাদের খুব কাছের এবং প্রিয়। বৃক্ষগুলিতে রাধি পরিয়ে ‘বৃক্ষ রাধি উৎসব’ উদযাপন করা অভিনব প্রয়াসটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক আনন্দময় ঘোষের কল্পনা প্রসূত। এতে ছাত্রছাত্রীদের বৃক্ষের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।’

তারকেশ্বরের মন্দিরে যেন জীবন্ত নন্দী ভোলা!



নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: চলাফেরায় রাজকীয় ভাব। যেন সাক্ষাৎ দেবলোকের নন্দী। তারকেশ্বরে জীবন্ত নন্দী রূপেই পুজো করা হয় এই ষাঁড় ওরফে ভোলাকে। ছুঁচলো শিং, লম্বা লেজ। গায়ের বাদামি রঙ যেন বিরল গারনেট। দেতাকার শরীর নিয়ে রাস্তায় হেঁটে গেলে সন্ত্রমে পথ করে দেয় আশপাশের মানুষজন। শ্রাবণের শেষ সোমবারে ভক্তদের ঢল নেমেছে তারকেশ্বরে। হুগলির আকাশে বাতাসে শুধু ‘হর হর মহাদেব’। বাকি কাঁধে ভক্তরা আসছেন। শিবের মাথায় দূধ, গঙ্গাজল ঢালছেন। সঙ্গে জীবন্ত নন্দীর মাথাতেও। ভোলাও চুপটি করে ‘সেবা’ নিচ্ছে। কোন কানে মনস্কামনার কথাও জানিয়ে যাচ্ছেন কেউ কেউ। গঙ্গাজল, দূধ ঢালার পরে মায়ী ভরা চোখে ভক্তের আপদমুখক একবার দেখে নিচ্ছে ভোলা। ওটাই যেন আশীর্বাদ। তারকেশ্বরের মন্দিরে জীবন্ত নন্দীর আবহা যাতায়াত। মন্দির খুললেই হাজির হয়ে যায় সে। নিজের মতো করে ঘোরে। ভক্তদের হাতে খায়। কেউ তাকে বিরক্ত করে না। সাক্ষাৎ মহাশয়ের বাহন যেন। তারকেশ্বর মন্দিরের সেবায়ত বললেন, ‘ভোলা নিজেই মতো করে, নিজের মতো চলে যায়। অনেক সময়ে পূজ্যাবীদেব খুব ভিড় হয়। শিবের মাথায় অনেকে জল ঢালতে পারেন না। তখন ভোলার মাথাতেই জল ঢালে।’ এ ভাবেই জীবন্ত নন্দীকে পূজো করেছেন এলাকার বাসিন্দারা। একসঙ্গে বললেন, ‘মাথায় গঙ্গাজল ঢেলেছি। পায়ে ফুল আর ফল অর্পণ করেছি। বাবার মন্দিরের সামনেই ‘নন্দীর’ বিগ্রহ রয়েছে। কিন্তু খুব ভিড়। তাই জীবন্ত নন্দীকে পূজা করলাম। পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করেছি।’



বোর্ডের পক্ষে
কিরণ ব্যাপার
(এল. এন. বাসুদেব)
চোয়ারম্যান
DIN: 00012617

মালদায় কয়েক কোটি টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার, ধৃত ৪

২০ হাজারে ক্যারিয়ার ভাড়ার প্রলোভন



নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আবারও মালদার কলিয়াচক এলাকা থেকে প্রায় আড়াই কোটি টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় এক মহিলা-সহ তিন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একই সঙ্গে ইংরেজবাজার থানার রথবাড়ি এলাকা থেকে প্রায় এক কোটি টাকার উর্ধ্বে ব্রাউন সুগার-সহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে দুই টি এলাকায় পৃথকভাবে অভিযান চালানো হয়। আর তাতেই এই সাফল্য মিলেছে পুলিশের। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দুই মাসের ব্যবধানে এখনও পর্যন্ত মালদায় প্রায় ২০ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। বিভিন্ন অভিযানের ঘটনায় গত দুই মাসে গ্রেপ্তার হয়েছে ১২ জন। যাদের মধ্যে অধিকাংশের বাড়ি বিহার এবং ঝাড়খন্ড। পাশাপাশি এই ব্রাউন সুগারের কারবারে মোটা টাকার প্রলোভনে জড়িয়ে পড়ছে দুঃস্থ পরিবারের এক শ্রেণির গৃহবধু থেকে অভাবনাসিরাও। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন রাতে কলিয়াচক থানার জালানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের নতিবপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১২ কেজি ৮০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার-সহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যাদের মধ্যে একজন মহিলা রয়েছেন। ধৃতদের নাম সামৈদ মশিফ, শামিমা আক্তার এবং মহম্মদ রফিকুল ইসলাম। এদের বাড়ি কলিয়াচক থানা এলাকায়। এদিন রাতেই

বাঁকুড়া রেল স্টেশনে মক ড্রিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সম্প্রতি ঘটে যাওয়া রেল নাকচতার কথা মাথায় রেখে এবং স্বাধীনতা দিবসের আগে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রেল পুলিশের তরফে বাঁকুড়া রেল স্টেশনে অনুষ্ঠিত হল মক ড্রিল। রেল লাইনে বোম্বardment-সহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত দুর্যটনার সময় উপস্থিত হলে রেল পুলিশের তরফে যা করণীয় তাই দিন মহত্বের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়। এমনকি সাধারণ মানুষদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেওয়া হয় এই ধরনের ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে এলাকা পরিচর্যা করা-সহ কোনওরকম প্যানিক সৃষ্টি যাতে না হয়, তার দিকে খোয়াল রাখার বার্তা দেওয়া হয় এই মহড়া থেকে।

ইংরেজবাজার থানার রথবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে শাহাদাত হোসেন নামে আরও এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৮০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা উর্ধ্বে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, মূলত মালদার ভারত-বাংলাদেশে সীমান্তবর্তী এলাকাকে বেছে নিয়েই বিহার ও ঝাড়খণ্ডের একটি মাদক কারবারিদের দল ব্রাউন সুগার, হেরোইনের মতো নেশা জাতীয় পদার্থ পাচারে চেষ্টা চালাচ্ছে। সীমান্তবর্তী এলাকার বেশ কিছু দুঃস্থ পরিবারের মহিলা থেকে অল্প শিক্ষিত যুবকদের মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে এই অপরাধে জড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে মাদক কারবারিরা বলে অভিযোগ। অল্প সময়ের মধ্যে মুঠো মুঠো টাকা রোজগার করার লোভে পড়েই পুলিশের জালে

ডায়নামিক অর্কিষ্টাকচার্স লিমিটেড CIN: L45201WB1996PLC0377451				
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪০৫, ডায়নামিক স্ট্রাকচার্স, ৪৫, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.১০০০০১, ফোন: ০৩৫-২২৪৪৬৭৩ ওয়েবসাইট: www.dynamicarchitectures.com, ইমেইল: info@dynamicarchitectures.com				
৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরাঙ্কিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ		(হিপএন বার্ষিক লক্ষ টাকায়)		
ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত তারিখ পর্যন্ত ৩০.০৬.২০২৫	বর্ষ থেকে তারিখ পর্যন্ত পর্যন্ত ৩০.০৬.২০২৫	বর্ষ থেকে তারিখ পর্যন্ত পর্যন্ত ৩০.০৬.২০২৫
১	কার্যদি থেকে মোট আয়	৫.০০	৫.০০	২.৬২
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দক্ষার পরে #)	৪.৭৬	৪.৭৬	২.৩৭
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দক্ষার পরে #)	৪.৭৬	৪.৭৬	২.৩৭
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দক্ষার পরে #)	৪.১০	৪.১০	২.০৫
৫	সময়কালের জন্য মোট অনুপূর্ণিত আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপূর্ণিক আয় (কর পরে #)]	৪.১০	৪.১০	২.০৫
৬	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০/- টাকার)	৫.০২	৫.০২	৫.০২
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার)	৮.১০	৮.১০	৪.০৯
১. মৌলিক:		৮.১০	৮.১০	৪.০৯
২. মিশ্রিত:		৮.১০	৮.১০	৪.০৯

ডায়নামিক অর্কিষ্টাকচার্স লিমিটেড-এর পক্ষে হা/(-) টাকায়				
চোয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর (DIN - 00581351)				
এজিও পেপার অ্যান্ড ইনডাস্ট্রিজ লিমিটেড CIN No: L21090WB1984PLC037968				
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫০৫, ডায়নামিক স্ট্রাকচার্স, ৪৫, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০০৭ ওয়েবসাইট: www.agiopaper.co.in, ইমেইল: info@agiopaper.co.in				
৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরাঙ্কিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ		(হিপএন বার্ষিক লক্ষ টাকায়)		
বিবরণ	৩০.০৬.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত	৩১.০৬.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত	৩০.০৬.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত	৩১.০৬.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত
মোট রাজস্ব	০.৩৫	০.৪৮	০.১১	০.১১
কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	(৪৫.৭১)	(১৫৭.৭৮)	(৪২.৫৭)	(৪২.৫৭)
আদায়ীকৃত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি শেয়ার ১০/- টাকার)	১.৩১২.৭৪	১.৩১২.৭৪	১.৩১২.৭৪	১.৩১২.৭৪
শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার)				
১. মৌলিক:	(০.২৮)	(০.৯৮)	(০.২৬)	(০.২৬)
২. মিশ্রিত:				

এজিও পেপার ফেসডালু ১০/- ঢাকা)				
		১,৬১২.৭৪	১,৬১২.৭৪	১,৬১২.৭৪
শেয়ার প্রতি আর্থ (প্রতিটি ১০/- টাকা)				
(বাণিজ্যিক নম্বর):				
মূল ও মিশ্র		(০.২৬)	(০.৯৬)	(০.২৬)
দ্রষ্টব্য:				
১. উপরে প্রদত্ত হল ট্রেডাসমিক/বার্ষিক সময়ের মাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরমাটের নির্মাণ যা ফর্মের করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জ/লিঙ্গে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং আর্থ আলার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ট্রেডাসমিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরমাট স্টক এক্সচেঞ্জের প্রদেয়াসমিত (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির প্রদেয়াসমিত (www.agiopaper.com)-এ পাওয়া যাবে।				
			পর্যন্তের পক্ষে	
			এজিও পেপার আর্থ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিঃ পক্ষে	
			এম চক্রবর্তী	
			ডিরেক্টর	
স্থান: কলকাতা				
তারিখ: ১১ অগস্ট, ২০২৫			DIN - 03106149	